দৈনিক বাংলা

তারিখ 28 OCT 1987
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

12

সাতক্ষীরায় ছাত্র ভর্তির অবৈধ কারবার চলছে

নকলের আশায় শহরের স্কুল ত্যাগের হিড়িক

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

সাতক্ষীরা, ২৬শে অক্টোবর।—যশোর বোর্ডের বিভিন্ন মফঃস্বল কেন্দ্রের কতিপয় বিদ্যালয়ে অনিয়মিতভাবে ছাত্রছাত্রী ভর্তির অবৈধ কারবার চলছে। ছাড়পত্র দেয়া ও নতুন ভর্তির সময়সীমা পার হলেও এক শ্রেণীর শিক্ষক ও বোর্ড কর্মচারী এ কাজ অব্যাহত রেখেছে।

যশোর শিক্ষাবোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০শে জুনের পর নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীকে ছাড়পত্র দেয়া ও নতুন করে ভর্তি করা নিষেধ।

জানা গেছে এ নিয়মের তোয়াক্কা না করে মফস্বলের কতিপয় স্কুলে ছাত্র ভর্তি চলছে। ফলে সাতক্ষীরা কেন্দ্রভুক্ত বিদ্যালয়গুলির দশম শ্রেণীর কক্ষ প্রায় শূন্য হতে বসেছে। একই অবস্থা হয়েছে খুলনা কেন্দ্রের আওতাধীন বিদ্যালয়গুলিতেও।

আরও জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের বিদ্যালয়গুলি সম্ভাব্য পরীক্ষার্থীদের নামের তালিকায় ফাঁকা রেখে কাগজপত্র বোর্ডে জমা দিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য আসন্ন নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে ভর্তি দেখিয়ে তা পূরণ করা অথবা অন্য কোন নতুন নাম সংযোজন করা। বোর্ডের কিছু সংখ্যক কর্মচারী এতে জড়িত রয়েছে। এখন কেবলমাত্র নিবন্ধন নং জেনেই তাদের ভর্তি করা হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বোর্ডের অসাধু কর্মচারীরা গোপনে ডুপ্লিকেট নিবন্ধন কার্ড ইস্যু করছে।

এদিকে নিয়ম রয়েছে যে ১৯৮৭ সালে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীরা কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় থেকে আসন্ন পরীক্ষায় নিয়মিত বা অনিয়মিত হিসাবে অংশ নিতে পারবে। কিন্তু বোর্ডের এ নির্দেশও অমান্য করে ভর্তি করছে এসব বিদ্যালয়।

নিয়ম লংঘন করে গেলেও ছাত্র ছাত্রী ভর্তির কারণ হিসাবে জানা গেছে, পরীক্ষা হলে নকল করার বিশেষ সুবিধা পায়। অপর দিকে সাতক্ষীরা ও খুলনা শহর এলাকার কেন্দ্রগুলিতে নেয়া হয়ে থাকে কড়াকড়ি ব্যবস্থা।

জানা গেছে, ১৯৮৬ সালে সাতক্ষীরার বাঁকাল উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ২০ জন ছাত্রের ১৬ জনকেই একইভাবে এসব কেন্দ্রে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক তার স্মারক নম্বর বা ১/৮৭ তারিখ ১-২-৮৭ মোতাবেক বোর্ডে অভিযোগও করেন।

এদিকে সাতক্ষীরা জেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি সম্পাদক এক সভায় বোর্ডের নিয়ম লংঘন করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি ও নকল প্রবণতার দিকে ঠেলে দেয়ার প্রতিবাদ জানিয়েছে।